সংবাদ

তারিখ ...27 APR 2008...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ত্বরান্বিত করুন

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সঙ্কট একটি পুরনো সমস্যা। অতীতের প্রতিটি সরকার এই সঙ্কট নিরসনের জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। কিন্তু কোন সরকারই সমস্যাটি সমাধান করতে পারেনি। প্রায়ই দেখা গেছে, মেধার বিপরীতে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 'রাজনৈতিক আনুগত্যকেও' বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এসব বিচার-বিবেচনায় অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগই স্থগিত হয়ে যেত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শিক্ষক সঙ্কট।

বিভিন্ন সূত্রের খবর থেকে জানা গেল, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক নিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। ইতোমধ্যে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নতুন নিয়মকানুন সংবলিত একটি বিধিমালা ২০০৭ সালে মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। দীর্ঘদিন বিষয়টি ঝুলে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে অধিদপ্তর আরও কিছু সংশোধন করে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে পাঠায় বলে খবরে প্রকাশ। বর্তমানে এটি নাকি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। দেশের প্রতিটি সরকার বাজেট প্রণয়নের সময় শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রাথমিক খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। বর্তমান সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেই নীতি অব্যাহত আছে বলেই আমাদের ধারণা। এই সরকারের আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি ঝুলে থাকা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রস্তাবিত বিধিমালায় এসএসসি পাস করে এখন আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে আবেদন করা যাবে না। মহিলারা এসএসসি পাস করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে দরখাস্ত করতে পারতেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল স্নাতক পাস। নতুন বিধিমালায় ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এইচএসসি পাস। এর সপক্ষে যুক্তি হলো গত কয়েক বছর ধরে দেখা গেছে এসএসসি পাস করা বলতে গেলে কোন মহিলা দরখাস্ত করেন না। দেখা যায় দরখাস্ত করলেও এসএসসি পাস করা মহিলারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেন না। তাছাড়া অনেক মহিলা ১৮ বছর বয়সের আগেই এসএসসি পাস করেন। সব মিলিয়ে নাকি সহকারী শিক্ষক পদে মহিলাদের জন্য এসএসসি পাসের যে সর্বনিম্ন যোগ্যতা রাখা হয়েছিল তা নাকি 'অকার্যকর' হয়ে পড়ার কারণে অধিদপ্তর বিষয়টি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এসব যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের যে কোটা নির্ধারণ করা আছে তা পূরণ করার জন্যই এসএসসি পাস নির্ধারণ করা হয়েছিল। যদি একজনও এসএসসি পাস করা মহিলা দরখাস্ত করেন, তাকে বঞ্চিত করা কেন? সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা কোটা পূরণে সব সরকারই নানা অজুহাতে গড়িমসি করে। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে কত শতাংশ মহিলা সে ব্যাপারে পরিষ্কার তথ্য প্রকাশ করা উচিত।

প্রস্তাবিত বিধিমালায় প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক পদে ৬৫ শতাংশ নিয়োগ দেয়া হয় সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে। বাকি ৩৫ শতাংশ পদে নিয়োগ দেয়া হয় সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে। নতুন বিধিমালায় সরাসরি নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে ২০ শতাংশ আর পদোন্নতির মাধ্যমে ৮০ শতাংশ। এতে সিনিয়র সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুযোগ কিছুটা বাড়ল। তারা নাকি সরাসরি নিয়োগের বিলুপ্তি চান। সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্যও নিয়ম-কানুন নাকি কঠোর করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের পরীক্ষায় বসতে বাধা কোথায়। তাছাড়া শুধু শিক্ষক কেন প্রধান শিক্ষকের ব্যাপারেও মহিলাদের একটা কোটা থাকা বাঞ্ছনীয়। আজকাল সর্বক্ষেত্রে যোগ্য মহিলা প্রার্থী পাওয়া কঠিন নয়। যেভাবেই হোক দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়ে কোন সময়ক্ষেপণ না করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদ পূরণ করা বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকের অভাব পূরণ করতেই হবে। নতুন বিধিমালার দোহাই দিয়ে কালক্ষেপণ করা ঠিক হবে না।